চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ০৮ জানুয়ারী ২০২৩ খ্রি.

নবাগত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে মেয়র
প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অর্জিত জ্ঞান কর্মক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রাম নগরী হচ্ছে ভৌগলিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নগরী এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বর্ণদ্বার। এই নগরীকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন তরান্বিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন তা বাস্তবায়নে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনেরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, নবাগত কর্মকর্তাগণ তারুণ্যের উচ্চাস নিয়ে তাদের মেধা, সততা ও শ্রমদিয়ে উন্নতি সাধন করবে এবং প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অর্জিত জ্ঞান কর্মক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে জানান। মেয়র বলেন, পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব জীবন থেকে শিক্ষা নিতে না পারলে সেই শিক্ষা কোন কাজে আসেনা। নবাগত কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বিনয়ী, ভদ্রতা, সততা ও ধৈর্য্যশীল না হলে কাঙ্খিত লক্ষে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। এই বিষয়গুলোর উপর গরুত্বদিয়ে আগামী দিনে দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান। আজ রবিবার বিকেলে টাইগারপাসস্থ চসিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মকশার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথাগুলো বলেন।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সচিব ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খালেদ মাহমুদের সভাপতিত্বে এবং শিক্ষা কর্মকর্তা উজালা রানী চাকমার সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন-প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, নবাগত প্রকৌশলী মাহমুদ সাত্তার আমিন, অনিক দাশগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন-ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাজী নুরুল হক, গোলাম মোহাম্মদ চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবু ছালেহ, মনিরুল হুদা, ঝুলন কুমার দাশ, আকবর আলী, বিপ্লব দাশ, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মর্কা হুমায়ুন কবির চৌধুরী সহ বিভাগীয় ও শাখা প্রধানগণ।
সভাপতির বক্তব্যে ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খালেদ মাহমুদ বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে অতীতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মর্কাদের জন্য কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিলনা। সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর একান্ত ইচ্ছায় সদ্য নিয়োগ প্রাপ্তদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কর্মশালা থেকে নবাগত কর্মকর্তাগণ প্রাথমিক ধারণা পেয়েছেন। তা কর্মজীবনে সফলতার সিড়ি হিসেবে কাজ করবে। শেষে নবাগত কর্মকর্তাদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়।

চসিক রাজস্ব সার্কেলের গনশুনানিতে মেয়র
গৃহকর বিষয়ে আতংকিত না হয়ে আপিলে অংশ গ্রহনের আহ্বান

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, আমি দায়িত্ব নেয়ার পর বলেছিলাম নগরবাসির উপর অতিরিক্ত গৃহকরের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে না। বিগত ২০১৭ সালে নিয়মানুযায়ী পঞ্চবার্ষিকী গৃহকর পুন: মূল্যায়ন করা হয়। সে সময়ে আমি মেয়রের দায়িত্বে ছিলাম না। নগরবাসির আন্দোলনের ফলে ২০১৭ সালে গৃহকর মূল্যায়ন বাস্তবায়ন স্থগিত করা হয়। আমি দায়িত্ব গ্রহনের প্রায় দেড় বছর পর সরকার গৃহকরের উপর আরোপিত স্থগিতাদেশ প্রত্যহার করে নেন। এর ফলে ২০১৭ সালের গৃহকর পূন: মূল্যায়ন কার্যকর করতে গিয়ে ব্যাপক অসংগতি প্রত্যক্ষ করি। তাই সম্মানিত করদাতাদের বিভ্রান্তি ও অসন্তোষ দূর করার জন্য আমি আপিল বোর্ড গঠন করি এবং পরবর্তীতে নিজে উপস্থিত থেকে গনশুনানির উদ্যোগ নিই। এতে করদাতারা সন্তুষ্ট হচ্ছে এবং

বিভ্রান্তিও দূর হচ্ছে। তিনি গৃহকর নিয়ে নগরবাসিকে আতংতিক না হয়ে আপিল করে গনশুনানিতে অংশগ্রহণ করার জন্য নগরবাসির প্রতি আহ্বান জানান। আজ রবিবার সকালে নগরীর ২নং গেইটস্থ চট্টগ্রাম শপিং কমপ্লেক্স রাজস্ব সার্কেল এক এর আওতাধীন ওয়ার্ড নম্বর ২, ৭ ও ৮ এর গনশুনানিতে প্রধান অতিথির বক্তেব্যে তিনি একথা বলেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্যে রাখেন রিভিউ বোর্ডের প্রধান কাউন্সিলর আবদুস সালাম মাসুম, কাউন্সিলর মো. মোরশেদ আলম, মো. মোবারক আলী, সংরক্ষিত কাউন্সিলর জেসমীন পারভিন জেসী, রিভিউ বোর্ড সদস্য ইঞ্জিনিয়ার আবদুল রশিদ, এডভোকেট মো.আমির খসরু চৌধুরী, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, রাজস্ব কর্মকর্তা সৈয়দ শামসুল তাবরিজ, কর কর্মকর্তা মহিউদ্দিন আহম্মদ সরোয়ার চৌধুরী প্রমুখ।

মেয়র আরা বলেন, সিটি কর্পোরেশন একটি সেবামুলক প্রতিষ্ঠান। নগরবাসির গৃহকর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব দিয়ে নাগরিক সেবা প্রদান করা হয়। তিনি বলেন, কোন কর বাড়ানো হয়নি শুধুমাত্র করের আওতা বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ কোন স্থাপনা বৃদ্ধি করা হলে সেই বর্ধিত অংশের কর নির্ধারণ করে পূর্বের করের সাথে সংযোজন করা হয়। মেয়র বলেন, একটি মহল গৃহকর নিয়ে করদাতাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছাড়ানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। তাদের বিভ্রান্তিতে কর্নপাত না করে কর পুন: মূল্যালয়নে আপিল বোর্ডে উপস্থিত হয়ে সহনীয় পর্যায়ে কর নির্ধারণে চুড়ান্ত করণে অংশ নিতে নগরবাসীর প্রতি আহ্বান জানান এবং কর দাতারা কোন ধরণে হয়রানির শিকার যাতে না হয় সে জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন। গনশুনানিতে ২৫০ জনকে নোটিশ প্রদান করা হলে ২৩২ জন গনশুনানিতে অংশ গ্রহণ করে চুড়ান্ত মূল্যায়নের উপর সন্তুষ্ট হন।

স্বাক্ষরিত/-

(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩